গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
www.dme.gov.bd

প্রকাশকাল:
অক্টোবর, ২০২৪

প্রকাশক:
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,
শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক:
জনাব ড. ফরিদ উদ্দিন আহমদ
সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে:
জনাব হাবিবুর রহমান,
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর।

সম্পাদনায়:
জনাব এইচ. এম. নূরুল ইসলাম
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর

সম্পাদনা পরিষদ:
জনাব মো: জাকির হোসাইন, উপ-পরিচালক (প্রশাসন), মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর;
জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম, উপ-পরিচালক (উন্নয়ন), মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর; এবং
জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, সহকারী পরিচালক (গবেষণা ও উন্নয়ন), মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাক-কথন:

উপমহাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাস প্রায় ২৪৪ বছরের পুরনো। ১৭৮০ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। মাদ্রাসা শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে প্রতিষ্ঠিত। মাদ্রাসা শব্দটি আরবী শব্দ। শব্দটি দারসুন শব্দ হতে উদ্ভূত, এর অর্থ পাঠ। মাদ্রাসা শব্দের অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মাদ্রাসা শিক্ষাকে বর্তমানে দেশের মূল শিক্ষাধারার সাথে সঙ্গতি রেখে যুগোপযোগী করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষায় গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ০১.০৬.২০১৫ খ্রি. মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশে আলিয়া মাদ্রাসা ধারার বিভিন্ন স্তর যেমন স্বতন্ত্র এবতেদায়ী, সংযুক্ত এবতেদায়ী, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে বাস্তবমুখী, যুগোপযোগী ও আধুনিক শিক্ষানির্ভর জীবনদক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার প্রসার ও গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের নির্দেশনায় মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর নিরন্তর কাজ করে চলেছে। অধিদপ্তরের বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সেবা সহজীকরণের ফলে অধিদপ্তরের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মাদ্রাসায় বিজ্ঞান শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারে এ অধিদপ্তর নিরলস কাজ করে চলেছে। এ দপ্তরের কার্যালয়টি বাংলাদেশ গার্লস গাইড এসোসিয়েশন-এর গাইড হাউস ভবনের ৭ম, ৯ম ও ১০ম তলা, নিউ বেইলি রোড, ঢাকায় অবস্থিত।

মিশন: যুগোপযোগী এবং নৈতিকতাসম্পন্ন মানবসম্পদ গঠন।

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ:

- ❖ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের বিদ্যমান ৫০টি পদের অতিরিক্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরির ০৯টি নতুন পদ এবং ৮টি বিভাগীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক অফিস স্থাপনের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩৩টিসহ মোট ৪২টি পদ রাজস্বখাতে সৃজন হয়েছে;
- ❖ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের দুটি সেবা কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদনের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে;
- ❖ স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার তথ্য যাচাই-বাছাইকরণ ও ডাটাবেইস তৈরি করে ৭৪৫৩টি মাদ্রাসার তথ্য টিএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে;
- ❖ স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৮০৩ জন শিক্ষককে অনুদানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়;
- ❖ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন মাদ্রাসাসমূহে নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরির জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;
- ❖ যুব সমাজকে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৫৪৮টি মাদ্রাসায় দাখিল ভোকেশনাল কোর্স চালু করা হয়েছে;
- ❖ ৪৯৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে;
- ❖ ১০৩৮টি মাদ্রাসায় ১০০% নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ৩০৬টি মাদ্রাসায় আসবাবপত্র সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে;
- ❖ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৫৫৫ জন শিক্ষককে ৪টি বিষয়ে এবং ১৪৮১ জন শিক্ষককে ০৩টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২৪০ জন শিক্ষককে প্রশাসন ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ❖ আইসিটি অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১০৩৬টি মাদ্রাসায় ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে;
- ❖ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রত্যেক্ষ তত্ত্বাবধানে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতীয় বিজ্ঞান মেলা ও ইনোভেশন ফেয়ার আয়োজন করা হয়েছে;
- ❖ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এনটিআরসিএ-এর নিবন্ধন পরীক্ষার মাধ্যমে এবং ম্যানেজিং কমিটি/গভর্ণিং বডির মাধ্যমে বেসরকারী মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ/সুপার/সহসুপারসহ ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির মোট ১৬৭৭৬ জন শিক্ষক/কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ:

- ❖ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) বাস্তবায়ন এবং চর্চা অব্যাহত আছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ❖ বাৎসরিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির (APA) আলোকে কার্যক্রম চলমান আছে। চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে;
- ❖ Innovation (ইনোভেশন): ইনোভেশন আইডিয়া বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ❖ GRS (অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা): অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রতিবেদন মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হয়।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের জনবল সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রম:	প্রতিষ্ঠানের নাম:	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূণ্য পদ				
				১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট
১	মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর;	৯২	৪১	১৮	০০	২১	১২	৫১
২	সরকারি মাদ্রাসা-ই আলিয়া, ঢাকা;	৯২	৪৫	৩১	০৯	০২	০৫	৪৭
৩	সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা, সিলেট;	৭৫	২৯	২৫	০৪	০৫	১২	৪৬
৪	সরকারি মোস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বগুড়া;	৪৩	২০	১৫	০১	০৩	০৪	২৩
	মোট=	**৩০২**	**১৩৫**	**৮৯**	**১৪**	**৩১**	**৩৩**	**১৬৭**

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের অধিক্ষেত্র:

❖ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন এমপিওভুক্ত মাদ্রাসায় শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা:

(ক) এমপিওভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ:

মাদ্রাসার ধরন	মাদ্রাসার সংখ্যা	শিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
দাখিল মাদ্রাসা	৫৭৬৮টি	প্রায় ১,৭৬,৮০৭ জন	প্রায় ৪৭,০০,০০০ জন [ব্যানবেইস ২০২২-২৩ সালের তথ্য মতে]
আলিম মাদ্রাসা	১২৮৪টি		
ফাযিল মাদ্রাসা	৯৯৩টি		
কামিল মাদ্রাসা	১৮৪টি		
মোট=	৮২২৯টি		

(খ) স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহ:

মাদ্রাসার ধরন	মাদ্রাসার সংখ্যা	শিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
অনুদানভুক্ত স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা	১৫১৯টি	প্রায় ৪,৭১৩ জন	প্রায় ৪,৪১,৬২০ জন [ব্যানবেইস ২০২২-২৩ সালের তথ্য মতে]
অনুদানবিহীন স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা	৫৯৩৪টি	প্রায় ১৯,১৮৩ জন	
মোট=	**৭৪৫৩টি**	**প্রায় ২৩,৮৯৬ জন**	

❖ **মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান/দপ্তর সমূহ:**

(ক) সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা;

(খ) সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা, সিলেট;

(গ) সরকারি মোস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বগুড়া;

(ঘ) বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএমটিটিআই) ।

❖ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর হতে প্রতিমাসে এমপিওভুক্ত ১ লক্ষ ৭৬ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীকে ৪০৮ কোটি টাকার অধিক বেতন-ভাতা দেয়া হচ্ছে (জুন, ২০২৪ হিসাব মতে)।

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন বিএমটিটিআই এর কার্যক্রমের বিবরণ:

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	মন্তব্য
০১	মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএমটিটিআই), গাজীপুরে অবস্থিত।	বিএমটিটিআইতে শিক্ষকদের নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়; (ক) সহকারী শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ; (খ) অধ্যক্ষ/সুপারদের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ; (গ) অধ্যক্ষ/সুপারদের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ; (ঘ) প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ; (ঙ) এবতেদায়ী প্রধানদের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ; (চ) এবতেদায়ী সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান) শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ; (ছ) দাখিল মাদ্রাসার সুপারদের শিক্ষা প্রশাসন ও সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ;

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্প/স্কিমসমূহ:

নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প (১৮০০টি মাদ্রাসা) :

- **মেয়াদ:** ০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০২৪;
- **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৬৩১৪০৪.২৬ লক্ষ টাকা
- **ব্যয়:** ৪২২৮২৯.০৩ লক্ষ টাকা (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
- **বাস্তব অগ্রগতি:** ৭৫.৯৬% (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
- **প্রকল্পটির প্রধান কাজের অগ্রগতির বিবরণ:**
  ক) প্রকল্পটির মাধ্যমে ১০৩৮টি মাদ্রাসার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩০৬টি মাদ্রাসায় আসবাবপত্র সরবরাহ সম্পন্ন হয়েছে।
  খ) শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ১৯টি ব্যাচে মোট ৬৭০ জন, আরবি বিষয়ে ১৯টি ব্যাচে ৫৯৯ জন, ইংরেজি বিষয়ে ১৯টি ব্যাচে ৬৪৬জন এবংআইসিটি ১৯টি ব্যাচে ৬৫৫জন। মোট ০৪টি বিষয়ে ৭৬টি ব্যাচে ২,৫৭০জন শিক্ষকের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষমাত্রা

- শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ও ডিজিটাল বাংলাদেশ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য নির্বাচিত মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিকরণ, পয়ঃপ্রণালী ও পানি সরবরাহসহ একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হবে;
- সাধারণ শিক্ষাসহ মাধ্যমিক পর্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষার অবকাঠামোগত বৈষম্য কমিয়ে সমতা আনয়ন;
- জেলা শহর ও উপজেলা এলাকার শিক্ষাঙ্গণে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যমান চাপ কমানোর জন্য মাদ্রাসায় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে সৃজনশীল শিক্ষা কার্যক্রম সৃষ্টি।

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন 'নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য মাদ্রাসা

৬৫৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প:

- **মেয়াদ:** ০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০২৪;
- **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৩৬১৩.৩১ লক্ষ টাকা
- **ব্যয়:** ২৫৯৭.৯৬% লক্ষ টাকা (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
- **বাস্তব অগ্রগতি:** ৭৫.৪৯% (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
- **প্রকল্পটির প্রধান কাজের অগ্রগতির বিবরণ:**
  ক) প্রকল্পটির মাধ্যমে ৪৯৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা

- মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম তথা আইসিটিভিত্তিক শিখন-শিখানো পদ্ধতির মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষার্থী গড়ে তোলা;
- শিক্ষার্থীদের ক্লাসমুখি করার জন্য উদ্দীপনামূলক পদ্ধতির উদ্ভাবন;
- মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ;
- আইসিটি শিক্ষাকে উন্নত করা এবং আইসিটি বিষয়ে মাদ্রাসা সেক্টরে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে শিখন-শিখানো কার্যক্রমের উন্নয়ন করা।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম

মাদ্রাসা এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MEMIS):

- **মেয়াদ:** ০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫;
- **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১৭২০.২০ লক্ষ টাকা
- **ব্যয়:** ১৩৯৬.১৩ লক্ষ টাকা (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
- **বাস্তব অগ্রগতি:** ৮৫.০০% (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
- **প্রকল্পটির প্রধান কাজের অগ্রগতির বিবরণ:**
  ক) মাদ্রাসা অধিদপ্তরকে ডিজিটালাইজেশন করে প্রায় ১,৮৯,০০০ জন শিক্ষক/কর্মচারীকে এমপিওসহ সকল সেবা সহজীকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা</u>

- এমপিওভুক্ত মাদ্রাসার শিক্ষক ও কর্মচারীদের অনলাইন সেবা প্রদান;
- এমপিওভুক্ত মাদ্রাসার শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রতিমাসের এমপিও প্রদান;
- নতুন যোগদানকৃত শিক্ষক ও কর্মচারীদের এমপিওতে অন্তর্ভুক্তকরণ।

মাদ্রাসা শিক্ষকগণের শিক্ষণ-দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ:

- **মেয়াদ:** ০১ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪;
- **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪৫৬৬.৮২ লক্ষ টাকা
- **ব্যয়:** ৯৭৪.৬৬ লক্ষ টাকা (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
- **বাস্তব অগ্রগতি:** ২১.৩৪% (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
- **প্রকল্পটির প্রধান কাজের অগ্রগতির বিবরণ:**
  ক) প্রকল্পটি হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ১৪৮১জন (আল-কুরআন বিষয়ে ৪৯০জন, আল-হাদীস বিষয়ে ৪৯৬জন ও গণিত বিষয়ে ৪৯৫জন) শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রকল্পটি হতে সর্বমোট ২৭৫৩ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা</u>

- মাদ্রাসা শিক্ষকগণের শিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে কর্মমুখী এবং যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে একদল দক্ষ শিক্ষক গড়ে তোলা;
- বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষকদের PEDAGOGY বিষয়ে বিশেষভাবে সুদক্ষ করা;
- মাদ্রাসা শিক্ষকগণের প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের আওতায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে নিজস্ব ভবন নির্মাণ প্রকল্প:

- **মেয়াদ:** ০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩
- **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৪৪৫৮.২১ লক্ষ টাকা
- **ব্যয়:** ০০ লক্ষ টাকা (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
- **বাস্তব অগ্রগতি:** ০.০০% (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
- **প্রকল্পটির প্রধান কাজের অগ্রগতির বিবরণ:**
  ক) প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা</u>

- মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ;
- মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- মাদ্রাসা স্টেকহোল্ডারদের সহজ সেবা সহজীকরন;
- উন্নত কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষার ইমেজ বৃদ্ধিকরণ।

"দারুল উলুম ইসলাহুল বানাত ফাযিল মাদ্রাসা" (সাবেক বালাগঞ্জ), সিলেট-এর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: [প্রস্তাবিত]

- **মেয়াদ:** জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত।
- **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১২.০৬৬ লক্ষ টাকা
- **ব্যয়:** ১২.০৬৬ লক্ষ টাকা (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
- **বাস্তব অগ্রগতি:** ০.৩৫% (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
- **প্রকল্পটির প্রধান কাজের অগ্রগতির বিবরণ:**
  ক) তিনতলা ভবনের উপর একতলা বিশিষ্ট উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কাজ ৬০% সম্পন্ন হয়েছে;
  খ) তিনতলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ ০১% সম্পন্ন হয়েছে;
  গ) ভূমি উন্নয়ন কাজের NOA জারী করা হয়েছে।

<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা</u>

- প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষা গুণগতমান বৃদ্ধি ও শিক্ষার প্রসার ঘটানো;
- শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি;
- শ্রেণিকক্ষ ও আবাসন সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিখন পরিবেশ উন্নয়ন।

‘Capacity Development of Madrasah Education’ শীর্ষক স্কিম:

- **মেয়াদ:** জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত।
- **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ১০০৩৪০.১৯ লক্ষ টাকা
- **ব্যয়:** ১৩৯.৫৩ লক্ষ টাকা (জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
- **বাস্তব অগ্রগতি:** ০.১৪%(জুন ২০২৪ পর্যন্ত)
- **প্রকল্পটির প্রধান কাজের অগ্রগতির বিবরণ:**
  ক) সর্বমোট ২৪০ জন শিক্ষককে প্রশাসন ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা</u>

- মাদ্রাসা শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- মাদ্রাসায় সর্বাধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম সরবরাহ;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুপ্রশিক্ষিত এবং যোগ্য শিক্ষক গড়ে তোলা;
- মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা।

<u>মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:</u>

- অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবন নির্মাণ;
- বাংলাদেশ মাদ্রাসা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএমটিটিআই)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- বিভাগীয় পর্যায়ে মাদ্রাসার নিজস্ব কার্যালয় স্থাপন;
- এবতেদায়ী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির আওতায় আনয়ন;
- স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের অনুদানের পরিমাণ যুক্তিসংগত বৃদ্ধি করা;
- সরকারি ০৩ (তিন) টি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া-এর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন;
- পর্যায়ক্রমে ১০০০ মাদ্রাসায় ভোকেশনাল কোর্স চালুকরণ।

<u>মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের চ্যালেঞ্জসমূহ:</u>

- অধিদপ্তরের জনবলের সল্পতা ও নিজস্ব ভবন নির্মাণ;
- বিভাগীয় পর্যায়ে নিজস্ব আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন;
- বিভাগীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন;
- সকল মাদ্রাসায় অবকাঠামোগত, প্রযুক্তিগত এবং পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ
- মাদ্রাসার শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণ;
- ০১টি মাত্র প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি ও ফিডিং কার্যক্রম গ্রহণ।

<u>মাদ্রাসা শিক্ষা অধিপ্তরের সংস্কার পরিকল্পনা:</u>

- মাদ্রাসায় কারিগরি/ ভোকেশনাল কোর্স চালুকরণ;
- এমপিওভুক্ত মাদ্রাসার শিক্ষক ও কর্মচারীর বদলি নীতিমালা প্রণয়ন;
- মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন শাখা স্থাপন;
- মাদ্রাসায় বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ;
- কমিউনিকেটিভ ইংরেজি/এরাবিক ভাষায় শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়ন;
- NTRCA মাধ্যমে সুপারিশপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের আয়োজন।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় চলমান কার্যক্রমসমূহ: (জুলাই/২৩-জুন/২৪):

বৃত্তির স্তর (মেধাবৃত্তি)	বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
দাখিল	৯৭৮ জন	৫৯,৩৮,২০০/-	
আলিম	৫৪৭ জন	৩২,৯২,৬৫০/-	
ফাযিল	১৯৫ জন	১৫,৯৩,০০০/-	
কামিল	-	-	
মোট=	১৭২০ জন	১,০৮,২৩,৮৫০/-	

- বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বৃত্তির টাকা জিটুপি পদ্ধতিতে বিতরণের কার্যক্রম চলমনা আছে। জুন-২০২৪ মাস পর্যন্ত বৃত্তির টাকা বিতরণ শেষে হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় এবতেদায়ী থেকে দাখিল ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়।
- মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের কর্মমূখী করার লক্ষ্যে যুগোযুগি পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।
- মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা পূর্বে মেডিকেল, ইন্জিনিয়ারিং ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারত না, বর্তমানে ভর্তির সুযোগ আছে।
- মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরকে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষতা আনয়নের লক্ষ্যে ৫৩৯টি মাদ্রাসায় ভোকেশনাল কোর্স চালু করা হয়েছে।